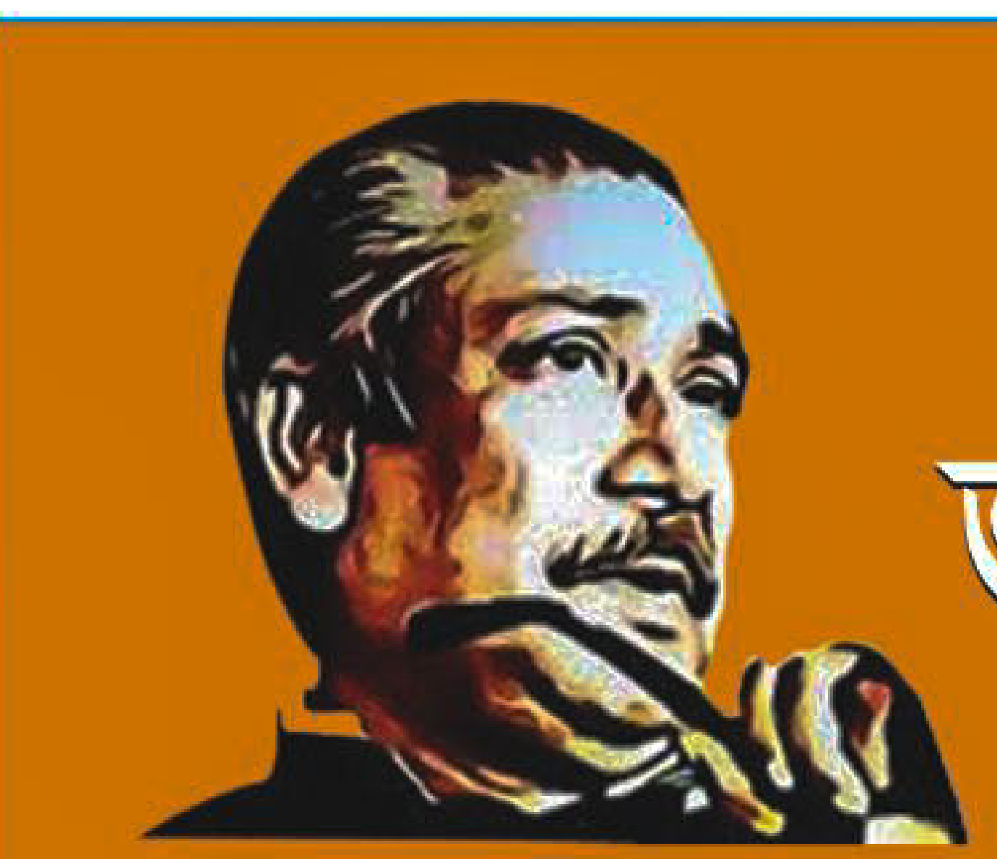

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৭

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

বিশেষ ক্রোড়পত্র, ২৯ জানুয়ারী ২০১৭, রবিবার

বই বিতরণ উৎসব, ২০১৭
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

১৬ মাঘ ১৪২৩
২৯ জানুয়ারি ২০১৭

বাণী

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে 'জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৭' উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে আমি দেশের সকল শিশুকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা।

শিক্ষা নাগরিকের অন্যতম মৌলিক অধিকার। একটি জাতির উন্নয়নে শিক্ষার বিকল্প নেই। এ উপলব্ধি থেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দক্ষ ও সুশিক্ষিত মানবসম্পদ গড়ার লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে উদ্যোগ নেন এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিক্ষকদের চাকুরি জাতীয়করণসহ ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকার শিক্ষাখাতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের অর্জিত সাফল্য সর্বমহলে সমাদৃত হয়েছে। শিক্ষানীতি ২০১০ -এর আলোকে দেশের সকল স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থাপনাকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুদের ভর্তির হার বৃদ্ধি, ঝরেপড়া রোধ, শিক্ষাচক্র সমাপনের হার বৃদ্ধিসহ মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনে সরকার নানামুখী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শ্রেণি পাঠদানের কার্যক্রমে মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহারসহ শেখ রাসেল ডিজিটাল লার্নিং সহায়ক কন্টেন্ট তৈরির মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে। তাই শিক্ষা সপ্তাহের প্রতিপাদ্য 'শিক্ষার আলো জ্বালব, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ব' অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

প্রাথমিক শিক্ষা সামগ্রিক শিক্ষার ভিত্তি। তাই শিশুরা যাতে জীবনের শুরুতে সুন্দর পরিবেশে মানসম্মত শিক্ষা পায় তা নিশ্চিত করতে হবে। দেশের সুষম ও টেকসই উন্নয়নে সুশিক্ষিত ও কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন কর্মমুখী দক্ষ জনশক্তির একান্ত প্রয়োজন। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে মানসম্মত ও জীবনমুখী শিক্ষার আলোকধারায় দেশের মানুষকে আলোকিত করতে সরকার বদ্ধপরিকর। সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মানসম্মত ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর আজীবনের স্বপ্ন ছিল স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি একটি সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার। সুশিক্ষিত ও বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের মাধ্যমে জাতির পিতার সেই স্বপ্ন পূরণ সম্ভব হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আমি 'জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৭' এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

মন্ত্রী
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৬ মাঘ ১৪২৩
২৯ জানুয়ারি ২০১৭

বাণী

বর্তমান সরকার প্রধান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' বিনির্মাণে প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকার বিদ্যালয় গমনোপযোগী সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন, ঝরেপড়া রোধ এবং দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করে আধুনিক ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে এবারের প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহের মূল প্রতিপাদ্য 'শিক্ষার আলো জ্বালব, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ব' অত্যন্ত বাস্তব ও সময়োপযোগী। 'জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৭' এর আয়োজনকে আমি অভিনন্দন জানাই।

দক্ষ মানব সম্পদ গঠনে শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। এ বিশ্বাস থেকেই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের তত্ত্বাবধানে স্বাধীনতাত্তোর প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার বিষয়টি সংবিধানে সংযোজিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি ৩৬,১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ এবং ১,৫৭,৭৪২ জন শিক্ষকের চাকুরি সরকারিকরণ করেন। বঙ্গবন্ধুর গৃহীত পদক্ষেপের ফল্গুধারায় জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার কর্তৃক প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী ২৬,১৯৩টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণের মাধ্যমে ১,১১,০৪৩ জন শিক্ষকের চাকুরি সরকারিকরণ করা হয়েছে এবং শিক্ষকদের বেতন গ্রেড উন্নীত করা হয়েছে। তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্বে যুগান্তকারী শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণীত হয়েছে এবং শিক্ষানীতির আলোকে দেশের সকল স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষাকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্ন রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে বর্তমান সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। ইতোমধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' অর্জিত হয়েছে। জাতিসংঘ গৃহীত 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' অর্জনে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে চালুকৃত কর্মসূচিসহ প্রযুক্তি নির্ভর প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় অহর্নিশ কাজ করে যাচ্ছে তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৩) বাস্তবায়নের আওতায় প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপন, ঝরেপড়া রোধ এবং বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য দ্বিতীয়বার শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। এছাড়া দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি পরিচালনা এবং গ্রামীণ এলাকায় উপবৃত্তির পরিধি সম্প্রসারণ করা হয়েছে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলন এবং আঞ্চলিক অনগ্রসরতা বিবেচনায় রেখে পাহাড়ী অঞ্চল, চর, হাওর-বাওড়, চা-বাগান ও দুর্গম এলাকাসহ বিদ্যালয়বিহীন গ্রামে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে।

টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য এবং মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার স্বার্থে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান প্রক্রিয়াকে শিশুকেন্দ্রিক, অংশগ্রহণমূলক ও যোগ্যতাভিত্তিক করা হয়েছে। শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করা হয়েছে। প্রযুক্তি নির্ভর পাঠদানের জন্য বিদ্যালয়গুলোতে ল্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়া প্রদান করা হচ্ছে। এতে টেকসই ও প্রযুক্তি নির্ভর ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

'জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৭' উপলক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সফল হোক, সার্থক হোক– এ কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোস্তাফিজুর রহমান, এমপি

সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১৬ মাঘ ১৪২৩
২৯ জানুয়ারি ২০১৭

বাণী

মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং মনুষ্যত্ব বিকাশে শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। আর প্রাথমিক শিক্ষাই হচ্ছে সকল শিক্ষার মূলভিত্তি। এ উপলব্ধি থেকেই দেশে চলমান প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও গতিশীল, আধুনিকায়ন ও প্রযুক্তি নির্ভর করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে 'জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৭' উদ্‌যাপন করা হচ্ছে।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে জাতীয় উন্নয়নে শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে জাতির পিতার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ১৯৭২ সালে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের বিষয়টি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হয়। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার পাশাপাশি বর্তমান সরকারের সদিচ্ছার কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শতভাগ শিশুর ভর্তি নিশ্চিতকরণ, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন, শিক্ষাক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতা আনয়ন, আঞ্চলিক অনগ্রসরতা বিবেচনায় বিদ্যালয়বিহীন গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন, শিক্ষার সর্বস্তরে সমঅধিকার নিশ্চিতকরণ, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি ও একীভূত শিক্ষা লাভের অবারিত সুযোগ সৃষ্টি, নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে অক্ষরদান কর্মসূচি, বছরের শুরুতে শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে বই বিতরণ, ঝরেপড়া রোধ এবং প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা চালু ইত্যাদি কার্যক্রম সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে।

প্রতিবছর বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মাধ্যমে সপ্তাহব্যাপী সারাদেশে পালিত হয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ। একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর জাতি দেশকে অচিরেই মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করবে। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার সফল বাস্তবায়ন ও গুণগত মানোন্নয়ন এবং সর্বোপরি শিশুদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে উৎসাহদান করাই প্রাথমিক শিক্ষা পদক প্রদানের লক্ষ্য। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গকে পুরস্কৃত করা হয়। সেই সাথে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক নৈপুণ্যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্য পুরস্কার দেয়া হয়। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহকে ঘিরে পদক নীতিমালার আওতায় প্রাথমিক শিক্ষা পদকপ্রাপ্ত সকল ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী, প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিবর্গকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন তথা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মানসম্মত শিক্ষায় শিক্ষিত করে দক্ষ ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এবারের জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে 'শিক্ষার আলো জ্বালব, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ব'। রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

শিক্ষা সপ্তাহকে ঘিরে যারা শ্রম, মেধা ও মনন দিয়েছেন তাদেরকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। 'জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৭' এর প্রতিপাদ্য নিয়ে জাতি অবশ্যই এগিয়ে যাবে– এ সাফল্য কামনা করছি।

মোহাম্মদ আসিফ-উজ-জামান

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ : প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির সালতামামি

মোঃ নজরুল ইসলাম খান
অতিরিক্ত সচিব

বছর ঘুরে আসে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ। তখন অনেকটা আগাম শুরু হয়ে যায় বছরের সালতামামি। অনেক প্রশ্নের উদয় হয়। শিক্ষা সপ্তাহ কেন? প্রাসঙ্গিকতা ত বটেই আরো গভীরে শিক্ষার কাছে আমরা কী চাই? তবে সে প্রশ্নটি নিছক প্রশ্নের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, সমগ্র দেশের আদর্শ ও লক্ষ্যের বিষয়টি অনুভবে চলে আসে।

স্বাধীনতা সংগ্রামে জনগণের বিকাশকে মূল লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল আর সে লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য শিক্ষাকে প্রধান অবলম্বন ধরা হয়। প্রায় অর্ধশত বছরে আমরা কী করেছি, কোথায় দাঁড়িয়েছি, কোথায় যেতে চাই আর কোন পথে যেতে চাই সেসব প্রশ্নের উদ্ভব হয়। এগুলোর উত্তর খোঁজার আগে একটু পেছনে ফিরে তাকানো আবশ্যক। দুশো বছর ইংরেজ এবং চব্বিশ বছর পাকিস্তানি শাসনের কবলে এদেশের শিক্ষা বিপর্যস্ত হয়েছে। ইংরেজ উপনিবেশবাদ প্রলম্বিত করার জন্য তারা সবার জন্য শিক্ষায় আগ্রহী ছিল না, কারণ এদেশের মানুষের বিকাশের জন্য তারা আসেনি।

ইংরেজ বিতাড়িত হয়েছে; পাকিস্তান এসেছে, সবার জন্য শিক্ষা আসেনি, আসেনি ঐক্য। পাকিস্তানিরা সংগত কারণেই সবার জন্য শিক্ষায় আগ্রহী হয়নি। ১৯৭০ সালে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় শিক্ষা ব্যুরো কর্তৃক প্রকাশিত পাকিস্তান এডুকেশন ইনডেক্স দৃষ্টে দেখা যায় ১৯৪৭-১৯৪৮ থেকে ১৯৬৫-১৯৬৬ সালে পূর্ব পাকিস্তানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে; অথচ এ সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানে এ সংখ্যা বেড়েছে চারগুণ। উন্নয়ন ব্যয়ের সিংহভাগ ব্যয় হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানে। দু'অংশের মধ্যে বৈষম্য ক্রমাগতভাবে বেড়ে গেছে। মাথাপিছু আয়ের মধ্যে দেখা দেয় আকাশ-পাতাল তফাৎ। ভাষার ওপর আঘাত এসেছে। ভাষার আঘাত মানুষকে ক্ষত-বিক্ষত করেছে অনেক বেশি। পাকিস্তানি ভাবধারার শিক্ষা প্রবর্তিত হয়েছে যেমনটি হয়েছিল ইংরেজ আমলে। ছিটেফোঁটা সংস্কারের চেষ্টা হয়েছে; তবে কাজের কাজ হয়নি। সংস্কৃতিগত পার্থক্য, নির্মম লুন্ঠন, শোষণ ও শিক্ষার অসম বিস্তার বিক্ষুব্ধ করে তোলে এদেশের আপামর ছাত্র-জনতাকে। আন্দোলনও কম হয়নি। ইংরেজ আমলে সাঁওতাল বিদ্রোহ, হাজং বিদ্রোহ, গারো বিদ্রোহ, সন্ন্যাস বিদ্রোহ, কৃষক আন্দোলন এবং সিপাহী বিদ্রোহ উল্লেখযোগ্য। পাকিস্তান আমলে হয়েছে ভাষা আন্দোলন, আইউব বিরোধী আন্দোলন, ৬ দফা আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলন শেষটায় গর্বের মুক্তিযুদ্ধ। বঙ্গবন্ধুর ডাকে এদেশের মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এক রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের অভ্যুদয়। তাই স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর চিন্তা-চেতনায় শিক্ষার বিষয়টি এসেছে অবলীলাক্রমে। তাঁর শিক্ষা চিন্তায় এসেছে বৈষম্য মুক্তি, সকলের সমান অধিকার, বিজ্ঞানভিত্তিক সর্বজনীন শিক্ষা ও শিক্ষা শেষে কাজ।

রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাকে জীবনের আবশ্যকীয় অনুষঙ্গ হিসেবে প্রত্যক্ষ করেছেন। শিক্ষার্থীরা প্রকৃতির সাহচর্যে যাতে তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে দেহ ও মনকে বিকশিত করতে পারে, সে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। একই উদ্দেশ্যে ১৯০১ সালে ২২ ডিসেম্বর পাঁচজন ছাত্র নিয়ে শান্তি নিকেতনে তিনি 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম' নাম দিয়ে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তী সময়ে এখানেই প্রতিষ্ঠিত হয় বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। রবীন্দ্রনাথের মতের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা-চিন্তার এক অপূর্ব সাদৃশ্য দেখা যায়। বঙ্গবন্ধুর কর্মভিত্তিক শিক্ষাদানের বোধ থেকে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে জাতির উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগ ও তত্ত্বাবধানে ১৯৭২ সালে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার বিষয়টি সংবিধানে সন্নিবেশিত হয়। ১৯৭৪ সালে কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ফলে নবজীবন সৃষ্টির যে তোরণদ্বার উন্মুক্ত হয়েছে, তার আলোকে শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এই কমিশনের কাজ চলাকালীন 'Taking Over Act, 1974' এর আওতায় দেশে ৩৬,১৬৫টি বিদ্যালয়ের দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করে। দীর্ঘদিন পর ২০১৩ সালে বর্তমান সরকার কর্তৃক ২৬,১৯৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করা হয় এবং জাতীয়করণকৃত বিদ্যালয়ে ১,১১,০৪৩ জন শিক্ষকের চাকুরি সরকারিকরণ করা হয়। ১,৭২,৫৭২টি শিক্ষকের পদ সৃজন করা হয়। তাছাড়া প্রধান শিক্ষকদের মর্যাদা ৩য় শ্রেণি থেকে ২য় শ্রেণিতে উন্নীত করা হয়। পাশাপাশি সহকারী শিক্ষকদের বেতন স্কেল উন্নীত করা হয়। সম্প্রতি দুর্গম অঞ্চলের অনগ্রসর জনপদের কথা চিন্তা করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পার্বত্য তিনটি জেলার ২২৮টি বিদ্যালয় সরকারিকরণের অনুমোদন দিয়েছেন। এতে সরকারের ১১০,৮৬,২৯,৬১৯.০০ টাকা ব্যয় হবে। এটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মহানুভবতার পরিচায়ক।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও সবার জন্য শিক্ষা (EFA) লক্ষ্যসমূহ অর্জনে ২০১০ সালে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণীত হয়। জাতীয় শিক্ষানীতির আওতায় প্রাথমিক শিক্ষাকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত সম্প্রসারিত করার পদক্ষেপ প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে সরকারের আরেকটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ বললে অত্যুক্তি হবে না। সরকারের সাফল্যের পরম্পরাক্রমে বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শতভাগ শিশুর ভর্তি নিশ্চিতকরণ, ঝরেপড়া রোধ, শিক্ষাচক্র সম্পন্নকরণ এবং একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নের তাগিদে ন্যাশনাল প্ল্যান অব অ্যাকশন এবং মেইনস্ট্রিমিং জেন্ডার এন্ড ইনক্লুসিভ এডুকেশন অ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে। ঝরেপড়ার কারণ চিহ্নিত করে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় দরিদ্র পরিবারের শিশুদের উপবৃত্তি প্রদান, সরকারি এবং স্থানীয় জনগণের সম্পৃক্ততায় মিড-ডে-মিল চালু, বছরের প্রথম প্রত্যুষে বিনামূল্যে নতুন বই বিতরণ এরূপ অসংখ্য অর্জন সর্বমহলে আদৃত হয়েছে। ইতোমধ্যে উপবৃত্তির সুবিধাভোগী শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ৩০ লক্ষ। মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে উপবৃত্তির টাকা নিমিষে পৌঁছে যাবে শিক্ষার্থীদের মা-এর কাছে। মিড-ডে-মিল কার্যক্রমের আওতায় 'দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি'-শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে বর্তমানে মোট ৯৩টি উপজেলার ৩০,০০,৭৫৮জন শিক্ষার্থীকে প্রতি স্কুলদিবসে উপস্থিতির ভিত্তিতে ৭৫ গ্রাম ওজন বিশিষ্ট এক প্যাকেট করে উচ্চ পুষ্টিমান সমৃদ্ধ বিস্কুট সরবরাহ করা হচ্ছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় বরগুনা জেলাধীন বামনা উপজেলার সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এবং জামালপুর জেলাধীন ইসলামপুর উপজেলার ০২টি ইউনিয়নের ১০৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৭,৯০৩ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে পাইলট ভিত্তিতে রান্না করা খাবার পরিবেশন করা হচ্ছে। তাছাড়া, জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন, প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ ও স্থানীয় কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করে ২৩১টি বিদ্যালয়ে দুপুরে রান্না করা খাবার পরিবেশন করা হচ্ছে। সারাদেশে মিড-ডে-মিল ছড়িয়ে দেওয়ার তাড়নায় মন্ত্রণালয় উন্মুখ হয়ে আছে। আনন্দের বিষয় এই যে, বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির হার ৯৭.৯৬% এবং ঝরেপড়া হ্রাস পেয়ে নেমে এসেছে ১৯.২০%-এ।

প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে জনমুখী কর্মযজ্ঞ সম্পাদনের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় অহর্নিশ কাজ করে যাচ্ছে। কাজের ফিরিস্তিও বেশ লম্বা। ৫ম শ্রেণির পাঠ শেষে দেশব্যাপী সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অভিন্ন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ও ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা গ্রহণ করে ছাত্র-ছাত্রীদের সুষম মূল্যায়নের ভিত্তিতে বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যক্রমের পাশাপাশি খেলাধুলা, আইটি, সহপাঠক্রম এবং অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধাদি বৃদ্ধি করে শিশুদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আগ্রহ সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ, ঐক্য এবং প্রতিযোগিতার আবহ তৈরির লক্ষ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট এবং ছাত্রীদের জন্য বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট চালু করা হয়েছে। ২০ লক্ষাধিক ক্ষুদে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে এ দুটি টুর্নামেন্ট দেশে বিদেশে তোলপাড় সৃষ্টি করেছে। কণ্ঠে কণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছে, 'এসো বন্ধু এগিয়ে চলি, পায়ে পায়ে স্বপ্নের সূচনা, খুঁজে নিব জীবনের ঠিকানা'।

অবকাঠামোগত সুবিধা বৃদ্ধির আওতায় সরকার কর্তৃক গৃহীত কর্মযজ্ঞের তোড়জোড় চোখে পড়ার মতো। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত সারাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২৬,০৮০টি অতিরিক্ত কক্ষ ও ১৯,২৬৭টি ওয়াশব্লক নির্মাণ করা হয়েছে। নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে ৩০,৪৫৩টি, বড় ধরনের মেরামত ৩৩০০টি এবং রুটিন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে ৭৫,৮৫১টি বিদ্যালয়ে। ২২ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের লাইভ লিস্ট তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এ তালিকা হতে ৭২৩টি বিদ্যালয়ে ৫০২৭টি অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ চলমান আছে। নতুন জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২৫ হাজার এবং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৪০ হাজার সর্বমোট ৬৫ হাজার অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় ১৫০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের আওতায় মোট ১২৩৮টি বিদ্যালয় নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। পিটিআইবিহীন জেলায় ১২টি পিটিআই স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। মাল্টিমিডিয়া কাসরুম স্থাপনের লক্ষ্যে ৮,৯২৫টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, সাউন্ড সিস্টেম ও ৫,৪৩২টি বিদ্যালয়ে মডেম সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়াও ১৩,২৫৪টি বিদ্যালয়ে শুধু মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর সরবরাহ করা হয়েছে। রূপকল্প ২০২১ অর্জনের লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত মাঠ পর্যায়ের ১,১৩৯টি দপ্তরে ইন্টারনেট সংযোগসহ কম্পিউটার প্রদান করা হয়েছে। ৫৫টি পিটিআইতে আধুনিক ICT Lab স্থাপন করা হয়েছে। শ্রেণিকক্ষে আনন্দদায়ক পাঠ উপস্থাপনে শৈলী প্রদর্শনের জন্য শিক্ষকদের সার্টিফিকেট-ইন-এডুকেশন প্রশিক্ষণের পরিবর্তে ডিপ্লোমা-ইন-এডুকেশন কোর্স চালু করা হয়েছে। পেশাগত উৎকর্ষ সাধনের জন্য শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ উন্মুক্ত করা হয়েছে। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য একাডেমিক সুবিধা প্রদান এবং এসিস্টিভ ডিভাইস বিতরণ বাবদ ৬১৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন এবং অনুন্নয়ন বাজেট ইতোমধ্যে তেইশ হাজার কোটি টাকায় পৌঁছেছে। এই প্রয়াস শুধু আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে নয় অনানুষ্ঠানিক ক্ষেত্রেও বিস্তৃত হয়েছে। মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্পের আওতায় ৪৫২ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৫০টি উপজেলায় শুরু হবে সাক্ষরতার কাজ। রস্ক (রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন) প্রকল্পের আওতায় ১২৩টি উপজেলায় ১১,১৬২টি শিখনকেন্দ্রে মোট ৩,১০,৯৮৭ জন শিক্ষার্থীর শিখন-শেখানোর কাজ চলমান আছে।

বছরের শুরুতেই বই বিতরণ বর্তমানে একটি উৎসবে পরিণত হয়েছে। বই বিতরণের কার্যক্রম এখন দু'একটি কথার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না। বছরের শুরুতে সরকার বিনামূল্যে বই বিতরণ করবে এবং কোমলমতি শিশুরা বইয়ের সুঘ্রাণ নিবে, বিদ্যাপাতা বইয়ের ভাঁজে ঢুকাবে এটি এখন তাদের মুখস্থ। নতুন বইয়ের গন্ধে আমোদিত হয়ে উঠবে শিক্ষার্থীরা। এই তাড়নায় এ বছর প্রাথমিক ও প্রাক-প্রাথমিক স্তরে ২,৪৯,৮৩,৯৯৩ জন শিক্ষার্থীর মাঝে ১১,৫৫,২৬,৯৫২টি বই বিতরণ করা হয়েছে। বইয়ের প্রচ্ছদ ও আঙ্গিকে পরিবর্তন আনা হয়েছে। বিদেশে বাংলাদেশ মিশনের আওতায় সংযুক্ত আরব আমিরাত, ওমান, বাহরাইন, কাতার, সৌদিআরব, ইতালী, কুয়েত, আমেরিকা এবং স্পেন-এ পরিচালিত বিদ্যালয়গুলোতে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা হয়েছে। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, গারো এবং সাদরী শিশুদের মাঝে নিজস্ব বর্ণমালায় মুদ্রিত আট ধরনের পঠন-পাঠন সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। সন্তানের হাতে নতুন বই দেখে খুশি হন বাবা-মা; দিনবদলের স্বপ্ন দেখেন। সেই নতুনের স্বপ্ন আঁকছেন মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফিজুর রহমান যা ১ জানুয়ারি বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

অর্জনের ফিরিস্তি কম নয়। তারপরও মানসম্মত শিক্ষার প্রশ্ন এলে এখনো তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলতে পারছি না। কারণ আরো চাই অর্থাৎ সফলতা ও পরিপূর্ণতার সীমা আকাশছোঁয়া। অধিকন্তু সময়ের বিবর্তনে অনেক কিছু বদলে গেছে। চারপাশে দ্রুতগতিতে রূপান্তর ঘটছে; ব্যাপক আকারে তথ্য ও ভাবের আদান-প্রদান হচ্ছে; নতুন নতুন জ্ঞানের উদ্ভব হচ্ছে যা বিদ্যুৎগতিতে ছড়িয়ে পড়ছে সারা পৃথিবী জুড়ে। বৈশ্বিক পরিমণ্ডলের সঙ্গে অভিযোজনের লক্ষ্যে ঘোষিত হয়েছে রূপকল্প ২০২১। ইত্যবসরে সহস্রাব্দের গণ্ডি পেরিয়ে এখন এসডিজি'র জোয়ারে অবগাহন করতে যাচ্ছি। এই টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ৪নং লক্ষ্যমাত্রায় সাম্যের ভিত্তিতে একীভূত মানসম্মত শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে স্থির করা হয়েছে, 'Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all'। এখানে লক্ষণীয় যে, একীভূত ও মানসম্মত শিক্ষা দুটি অভিন্ন ধারণা এবং একে অপরের পরিপূরক। এক্ষেত্রে, 'Leaving no one behind' তত্ত্বের ধারণায় শিক্ষার্থীদের ভিন্নতা, চাহিদা ও যোগ্যতা নিরিখে প্রবেশগম্যতা, উপস্থিতি, সক্রিয় অংশগ্রহণ, শিখনফল অর্জন, শিক্ষাচক্র সম্পন্নকরণ, শ্রেণিভিত্তিক ও বিষয়ভিত্তিক শিখনফল ও যোগ্যতা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি এবং বিদ্যালয়ে শিখন শেখানো পরিবেশের উন্নয়ন অত্যাবশ্যক।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠদানের কলাকৌশলের পরিবর্তন এখন সময়ের দাবী। বিদ্যালয়ে টোল, মক্তব আর পাঠশালার রসকষহীন পাঠদানের কোনো সুযোগ নেই। কাজেই পাঠদানে শিক্ষকগণকে পারদর্শী, উৎসাহী, সৃজনশীল ও তাদেরকে এ কাজে তৎপর করার জন্য ডিপিই, নেপ, পিটিআই ও বিদ্যালয়ের মধ্যে মেলবন্ধন সৃষ্টির বিকল্প নেই। নেপ ও পিটিআই হবে শিক্ষকদের মানোন্নয়নের চারণভূমি। পাঠসমীক্ষা পরিচালনা ও সি-ইন-এড এবং ডিপিএড কার্যক্রমে প্রয়োগের জন্যও পিটিআইকে উদ্যোগী ভূমিকা নিতে হবে। নেপকে নতুন নতুন গবেষণার মাধ্যমে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণের উপায় বের করার কাজে ব্যাপৃত হতে হবে।

শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ; তবে আসল শেখাটা ঘটবে শিক্ষার্থীর নিজের চেষ্টায়। অনেকে বলেন শিক্ষার্থীর শেখা মা-বাবার উপর নির্ভরশীল। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষাবিধি' প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, "গুরুশিষ্যের পরিপূর্ণ আত্মীয়তার সম্বন্ধের ভিতর দিয়াই শিক্ষাকার্য সজীব দেহের শোণিত স্রোতের মতো চলাচল করিতে পারে। কারণ শিশুদের পালন ও শিক্ষণের যথার্থভার পিতামাতার উপর। কিন্তু পিতামাতার সে যোগ্যতা অথবা সুবিধা না থাকাতেই অন্য উপযুক্ত লোকের সহায়তা আবশ্যক হইয়া উঠে। এমন অবস্থায় গুরুকে পিতামাতা না হইলে চলে না।" রবীন্দ্রযুগের সে ধারণা এখনো আমরা প্রত্যক্ষ করছি। গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ বাবা-মা তার সন্তানের দায়িত্ব শিক্ষকের ওপর দিয়েই স্বস্তিবোধ করেন। এতে শিক্ষকদের গুরুদায়িত্ব বেড়ে গেছে। শিক্ষকদের এই দায়িত্ব পালনের জন্য দেশে-বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। তবে দেশে বিদেশে প্রশিক্ষণের সাথে সাথে সঞ্জীবনী কোর্স এবং উপজেলা রিসোর্স সেন্টারের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়নকে চলমান কর্মসূচি হিসেবে বাস্তবায়ন করতে হবে। উপজেলা রিসোর্স সেন্টারগুলোর মাধ্যমে Longitudinal Study এবং Action Research সম্পন্ন করার কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। বলা বাহুল্য যে, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এ কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। তবে প্রতিটি ক্ষেত্রে এখন বিবেকের তদারকি একান্ত জরুরি হয়ে পড়েছে।

বিদ্যালয়ের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া এবং পিয়ানো প্রদান যুগপৎ সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এ লক্ষ্যে বিদ্যালয়গুলোতে বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং যেখানে বিদ্যুৎ নেই সেখানে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক হবে। এতে বিদ্যালয়ে ডিজিটাল পাঠদান ত্বরান্বিত হবে।

বর্তমান শতাব্দীতে প্রযুক্তি দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। বর্তমান প্রজন্ম জন্মের পর থেকেই প্রযুক্তির ঝলক দেখছে। বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের কৌতূহলও বেড়ে যাচ্ছে। কাজেই শিশুদের বিদ্যালয়ে অংশগ্রহণ ও শিখনফল অর্জনের সমাধান শিক্ষককেই খুঁজতে হবে। স্বাধীনতা সংগ্রামে বীরশ্রেষ্ঠদের বীরগাথা, তাদের আত্মত্যাগের বিরল ঘটনা তুলে ধরতে হবে। তাহলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মত্যাগ ও দেশপ্রেমের মাইন্ডসেট তৈরি হবে।

শ্রেণি পর্যবেক্ষণের বিষয়ে প্রধান শিক্ষককে মুরুব্বীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের মনিটরিং-এ কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। বিদ্যালয়গুলোতে প্রতিযোগিতা সৃষ্টির জন্য স্কুল গ্রেডিং নির্মোহভাবে প্রয়োগের ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রশিক্ষণের ফলোআপ আন্তরিকতার সাথে নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষকদের মধ্যে পাঠদান বিষয়ে মতবিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহের সূচনালগ্নে এরূপ অগণিত প্রশ্নের আবির্ভাব হয়। ঝড় উঠে আলোচনার। শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ে কে টিকবে, কার হাতে উঠবে ক্রেস্ট। প্রতিযোগিতার তুফান ওঠে। তবে আমলনামার দিকে সকলেই তাক করেন। এটির গুরুত্ব কম নয়। তাছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রেষ্ঠদের হাতে যখন পুরস্কার তুলে দেন, তখন তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা বেড়ে যায়। অন্যরা প্রস্তুত হন আগামীদিনের জন্য। বেড়ে যায় সপ্তাহের গুরুত্ব। রঙ আর সুরভির মিলনে ফুলের সার্থকতা, তেমনি সকলের সম্মিলিত প্রয়াস ও প্রত্যয়ের মাঝে সফলতা ও পরিপূর্ণতা। প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহের মিলনমন্ত্র সকল বাধার প্রাচীর লীন করে পৌঁছে দিবে শিখরে– এই প্রত্যাশা সকলের।

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৬ মাঘ ১৪২৩
২৯ জানুয়ারি ২০১৭

বাণী

সবার জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে 'জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৭' উদ্‌যাপন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

এবারের শিক্ষা সপ্তাহের প্রতিপাদ্য 'শিক্ষার আলো জ্বালব, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ব' অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

আওয়ামী লীগ সরকার দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন, সুশিক্ষিত আগামী প্রজন্ম গড়ে তুলতে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। শিক্ষায় লিঙ্গসমতা আনার স্বীকৃতিস্বরূপ আমরা ইউনেস্কো 'শান্তিবৃক্ষ' পুরস্কারে ভূষিত হয়েছি। সরকার সবার জন্য শিক্ষা (ইএফএ) বাস্তবায়ন করেছে।

এ বছর ১লা জানুয়ারি প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে প্রায় ৩৬ কোটি ২১ লাখ ৮২ হাজার ২৪৫টি রঙিন পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়েছে। একই দিনে প্রথমবারের মতো চাকমা, মারমা, সাদ্রী, গারো ও ত্রিপুরা এই পাঁচটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ২৪ হাজার ৬৬১ জন শিশুর মাঝে তাদের মাতৃভাষায় এবং দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের মাঝে ব্রেইল পদ্ধতির বই বিতরণ করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা উপবৃত্তি প্রকল্প (৩য় পর্যায়) থেকে ১ কোটি ৩০ লাখ শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি দেওয়া হয়েছে। বিদ্যালয় বহির্ভূত, অনগ্রসর, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও ঝরেপড়া শিশুদের শিক্ষার জন্য 'সেকেন্ড চান্স এডুকেশন' ও 'আনন্দ স্কুল' চালু রয়েছে। অভিভাবক ও স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করে প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে মিড-ডে মিল চালু করা হয়েছে। আমাদের এ সকল পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে সাক্ষরতার হার ৭১ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শতভাগ ভর্তি নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় প্রায় শতভাগ উত্তীর্ণ হচ্ছে। বিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষার্থীদের জন্য বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ এবং ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীদের পৃথক ওয়াশব্লক নির্মাণ অব্যাহত রয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষাকে শিশুদের কাছে আকর্ষণীয় করার লক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তকের ইন্টার-অ্যাকটিভ মাল্টিমিডিয়া ডিজিটাল শিক্ষা কন্টেন্ট তৈরি করা হয়েছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ল্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর সরবরাহের মাধ্যমে ৮ হাজার ৯২৫টি মাল্টিমিডিয়া কাসরুম চালু করা হয়েছে। প্রতিটি বিদ্যালয়ে একটি করে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপনের কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

আমি আশা করি, সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় শিক্ষাখাতে এ উন্নয়নের মাধ্যমে আমরা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দারিদ্র্যমুক্ত ও নিরক্ষরতামুক্ত, সুখী-সমৃদ্ধ স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' বিনির্মাণ করতে সক্ষম হব।

আমি 'জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৭' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

এমপি
১৬, লালমনিরহাট-১
সভাপতি
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত
সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, ঢাকা

১৬ মাঘ ১৪২৩
২৯ জানুয়ারি ২০১৭

বাণী

সুশিক্ষিত জাতিই গড়তে পারে একটি আধুনিক উন্নত দেশ। তাই আধুনিক সুশিক্ষিত জাতি গড়ার প্রত্যয়ে এবারের 'জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৭' এর প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে 'শিক্ষার আলো জ্বালব, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ব'। এই স্লোগানকে সামনে রেখে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে 'জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৭' উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত এবং আমি এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছি।

সমৃদ্ধ দেশ ও আলোকিত মানুষ গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা অন্যতম বাহন। এ উপলব্ধি থেকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সকল নাগরিকের জন্য প্রাথমিক শিক্ষাকে সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেন এবং প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করে 'সোনার বাংলা' গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। বঙ্গবন্ধুর গৃহীত পদক্ষেপ অনুসরণ করে বর্তমান সরকার শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে।

আধুনিক বিশ্বের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বঙ্গবন্ধুর 'সোনার বাংলা' বিনির্মাণে তৃণমূল পর্যায়ে প্রযুক্তি-নির্ভর প্রাথমিক শিক্ষা সেবা সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় শিক্ষাচক্র সমাপন, ঝরেপড়া রোধ ও বিকল্প ব্যবস্থায় দ্বিতীয়বার শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। এছাড়া, আঞ্চলিক অনগ্রসরতা বিবেচনায় রেখে চর, হাওর-বাওড়, চা বাগান, ছিটমহল ও দুর্গম এলাকায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপন এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণে 'বয়স্ক শিক্ষা' চালুর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্ন রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার পরিমাণগত ও গুণগত মানের অভাবনীয় অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। অর্জিত সাফল্য ধরে রাখার পাশাপাশি ঝরেপড়া রোধ ও শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৭' -এর আয়োজনের সফলতা প্রত্যাশা করছি।

আমি প্রাথমিক শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে নিজেদের বিবেক, বুদ্ধি ও দায়বদ্ধতা সমুন্নত রেখে সর্বোচ্চ আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালনের উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি। 'জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৭' উপলক্ষ্যে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও ছাত্র-ছাত্রী যারা স্ব-স্ব ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন তাঁদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং ভবিষ্যতে এ বিষয়ে আরও যত্নবান হওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

আমি 'জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৭' -এর সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ মোতাহার হোসেন, এমপি

মহাপরিচালক
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

১৬ মাঘ ১৪২৩
২৯ জানুয়ারি ২০১৭

বাণী

একটি দেশের উন্নয়নের জন্য সবচেয়ে অপরিহার্য হাতিয়ার হলো তার দক্ষ মানব সম্পদ। বাংলাদেশে দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর হলো সূতিকাগার এবং সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান। প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরে বর্তমানে প্রায় ২ কোটি ১৭ লক্ষ শিক্ষার্থী রয়েছে। এ সকল কোমলমতি শিক্ষার্থী প্রত্যেকেই আমাদের আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। প্রতিটি শিশুকে কেন্দ্র করেই তাদের পিতা-মাতার, অভিভাবকের আগামীর স্বপ্ন আবর্তিত হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কোটি কোটি পিতা-মাতা, অভিভাবকের স্বপ্ন লালনকারী একটি প্রতিষ্ঠান। এই স্বপ্ন পূরণে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে বহুমাত্রিক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় এ সকল কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন সম্পন্ন হচ্ছে তৃণমূল পর্যায়ে। বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এ লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

প্রতিবছর বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সারাদেশে উদ্‌যাপিত হয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ। এই উদ্যোগের ফলে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হচ্ছে। আস্থা ও অঙ্গীকারের জায়গাটি ক্রমান্বয়েই অধিকতর দৃঢ় ও প্রসারিত হচ্ছে। জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দের লক্ষ্যমাত্রার অন্যতম লক্ষ্য 'সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা' অর্জনে অসামান্য সাফল্য সমগ্র বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে সমুজ্জ্বল করেছে। শিক্ষাসহ সকল উন্নয়ন খাতে অবদানের ফলশ্রুতিতে জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ় ও দক্ষ নেতৃত্বে বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই নিম্ন আয়ের দেশ হতে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ -এর অন্যতম লক্ষ্য 'মানসম্মত শিক্ষা' অর্জন করে আধুনিক বাংলাদেশের রূপকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ -এর ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন অনুযায়ী বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হবে। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহের এবারের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে 'শিক্ষার আলো জ্বালব, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ব' যা অত্যন্ত সময়োপযোগী।

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো বিদ্যালয়, ক্লাস্টার ও উপজেলা/থানা পর্যায়ে থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ শিশু, শিক্ষক, ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, কর্মচারী এবং কর্মকর্তাকে পদক ও সনদ প্রদানের মাধ্যমে তাঁদের কাজের স্বীকৃতি প্রদান করা। প্রাথমিক শিক্ষার পদক নীতিমালার লক্ষ্য হচ্ছে শিশুদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হতে সাহায্য করা এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার সফল বাস্তবায়ন এবং শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গকে পুরস্কৃত করা হয়। সেই সাথে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক নৈপুণ্যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্য পুরস্কার দেয়া হয়। আমি বিশ্বাস করি সকলের সম্মিলিত এবং সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে নির্ধারিত জাতীয় লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানো অবশ্যই সম্ভব। রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ অর্জন এবং মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' বিনির্মাণ সম্ভব হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

আমি 'জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ-২০১৭'র সার্বিক সাফল্য কামনা করি এবং প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

ড. মোঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল, এনডিসি

শিক্ষার আলো জ্বালব, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ব